মেহেরপুরে গাঁজাসহ দুইজন আটক

মেহেরপুরে তাসবির হুসাইন সজল (২৫) ও আরিফুল ইসলাম (২২) নামের দুই মাদক কারবারিকে ১শ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করেছে সদর থানা পুলিশ। বুধবার এস আই রফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে দুপুরে সদর উপজেলার দক্ষিণ শাকিলা গ্রামের কবরস্থান থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটক তাসবির হুসাইন সজল মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মৃত আমিরুল ইসলামের ছেলে ও আরিফুল ইসলাম একই গ্রামের মো. শুকুর আলীর ছেলে।

সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটক আসামীদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীতে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর বামুুন্দীতে শিশু নির্য়াতন কারীর বিরুদ্ধে মানববন্ধনে বিচারের দাবী করায় উকিল নোটিশের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন গাংনী উপজেলার সর্বস্তরের জনগণ।

বুধবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধনের সদস্য জাহিদুল ইসলাম বিপুল।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ২ জুলাই শিশু ধর্ষনের বিচারের দাবীতে মানববন্ধন করেছিলেন স্থানীয়রা। সেখানে ধর্ষকের বিচারের দাবীকরে এবং ধর্ষকের পক্ষে কোনো উকিল না হওয়ার দাবী করে বক্তব্য দেয় উপস্থিতিরা।

সে বক্তব্যের বিরুদ্ধে গত ৭/৭/২০২০ ইং তারিখে চুয়াডাঙ্গার এ্যাডভোকেট খন্দকার ওহিদুল আলম মানি একটি উকিল নোটিশ পাঠায়। সেই উকিল নোটিশের জবাবে এ সংবাদ সম্মেল করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে শিশুর পিতা লালন হোসেন, পরিবর্তনের মেহেরপুরের পক্ষে

মোঃ বদরুদ্দোজা, ◌েমশিউর রহমান, এনড্িএমএর পক্ষে জাবেদুর জনি উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্যঃ গত ১৪ জুন ২০২০ ইং তারিখে গাংনীর বামুন্দিতে এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষনের অভিযোগে আক্কাস আলী নামের একজনকে অভিযুক্ত করে মামালা দায়ের করা হয়। মামলায় আক্কাস আলীকে পুলিশ আটক করে জেল হাজতে প্রেরন করে। বর্তমানে আক্কাস আলী জেল হাজতে রয়েছেন।

গাংনীর কসবা -পাটা পুকুরিয়া রাস্তার বেহাল দশা

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা থেকে পাটাপুকুরিয়া দুই কিলোমিটার রাস্তা হাটু কাদায় বেহাল অবস্থা। মানুষ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে আনতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এলাকার শত শত কৃষক।

কৃষি জমি থেকে উৎপাদিত ফসল সময়মত বাড়িতে আনতে না পেরে এবং অনেক কৃষক তাদের কৃষিজমিতে উৎপাদিত সবজি জমি থেকে বাজারজাত করতে না পেরে আর্থিকভাবে লাকসানে পড়তে হচ্ছে ।

শুকনা মৌসুমে গরু ও মহিষের গাড়ি দিয়ে কৃষকের ফসল জমি থেকে তুলে আনতে পারলেও বর্ষা মৌসুমে ফসল নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে কৃষকরা। বর্তমানে চলছে কৃষকের জমিতে পাট কাটার কাজ। রাস্তার হাট কাদার মধ্য দিয়ে শ্রমিক দিয়ে পাট কেটে মাথায় করে উৎপাদিত পাট বহন করে নিয়ে আসতে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

পাট চাষী লোকমান হোসেন জানান, তার এক বিঘা জমিতে শ্রমিক দিয়ে পাট কেটে বেঁধে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতে পাট বিক্রি করে শ্রমিকের মূল্য হয়নি। শ্রমিকের মূল্য পরিশোধ করতে তাকে ধান বিক্রি করতে হয়েছে।

কৃষক সুরমান আলী জানান, তার ১ বিঘা জমিতে বেগুনের আবাদ করেছেন।

হাঁটু কাদায় জমিতে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে না পেরে আবার ছেড়ে দিতে হয়েছে।

স্থানীয় কৃষক ময়নাল হোসেন জানায়, উক্ত রাস্তাটির বেহাল অবস্থা হওয়ায় কোন শ্রমিক উক্ত মাঠে কাজ করতে চাচ্ছে না।যার ফলে আবার পরিচর্যা করা খুব কঠিন বিষয় হয়ে পড়েছে।তাদের এ দুর্দশা দেখে রাস্তা পাকাকরন এর দাবি জানান তারা।

এছাড়াও মুক্ত রাস্তা দিয়ে হারদা মৎস্য বিলে যেতে হয়। যেটি মেহেরপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য মৎস্য বিল। উক্ত বিলের মাছ জেলার মাছের চাহিদা পূরণ করেও অন্যান্য জেলায় বিক্রি করা হয়ে থাকে। বর্তমানে রাস্তায় গাড়ি চলাচল করতে না পারায় বিলে মাছ চাষীরা মাছ ধরতে পারছে না।

ধানখোলা ইউনিয়ন এর পাটাপুকুরিয়া, হারদা সহ অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন কৃষক ওই মাঠে আবাদ করে থাকেন। উক্ত রাস্তা দিয়ে প্রায় ১ হাজার থেকে দেড় হাজার বিঘা জমির ফসল কৃষকদের ঘরে তুলতে এবং বাজারজাত করতে উক্ত মাটির রাস্তাটি একমাত্র মাধ্যম।

বর্তমানে আষাঢ়ে শুরু থেকেই রাস্তাটি হাট কাঁদয় পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি গণ ভুক্তভোগী মানুষদের আশ্বাস দিয়ে আসলেও রাস্তাটি আজও বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, বিভিন্ন সময় এলাকার ভুক্তভোগী জনসাধারণ বারবার জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন করেও কাজ হয়নি। বর্তমানে উক্ত রাস্তাটি পাকা করণের দাবি নিয়ে ফেসবুকে বিভিন্নভাবে লেখালেখি হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাস্তাটির বেহাল দশা তুলে ধরে অনেক যুবক জেলার উন্নয়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের কাছে গেলেও ইউনিয়ন পরিষদের স্বল্প বরাদ্দ দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ সম্ভব নয় বলেও জানান স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান জানান, ইউনিয়ন পরিষদের যে পরিমাণ এর বরাদ্দ থাকে তা খুবই স্বল্প। যা দিয়ে দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ সম্ভব নয়। এলাকার মানুষ রাস্তাটা নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে একথা সত্য।

ভুক্তভোগীদের দুর্দশার কথা মাথায় রেখে তৎকালীন সংসদ সদস্য মকবুল

হোসেনের কাছে বারবার বলা সত্ত্বেও রাস্তাটি করে দেয়নি। পরবর্তীতে বর্তমান সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এর কাছে আবেদন করা হয়েছে।

স্থানীয়দের কথা বিবেচনায় রেখে কসবা গ্রাম থেকে পাটা পুকুরিয়া ২ কিলোমিটার মাঠে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি পাকাকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য বিষয়টি গুরুত্ব দিলেই এলাকার শত শত চাষীর দীর্ঘদিনের দুর্দশা লাঘব হবে।

মেহেরপুর- ২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন স্থানীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাভ হবে এবার নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের ১ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে জাতীয় পার্টির জেলা কার্যালয়ে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোসলেম আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, প্রচার সম্পাদক মামলত হোসেন, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি মোঃ কুতুবউদ্দিন,সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম,

মেহেরপুর পৌর জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি কমারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ, জেলা জাতীয় শ্রমিক পার্টির সভাপতি ইকবাল হোসেন, জেলা জাতীয় কৃষক পার্টির সভাপতি

আব্দুল গফুর, জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য আকছারুল ইসলাম প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা মরহুম হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ তাঁর সুচিন্তিত সফল রাজনীতি দেশবাসি মনে রেখেছে। এর কারন তিনি জনগণের জন্য কাজ করেছেন।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে অটোরিকশা, ভ্যান চালক, মোটর সাইকেল, আরোহীদের মধ্যে দুই’শ মাক্স বিতরণ করা হয়।
মঙ্গলবার বিকালে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন মাস্ক বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি বলেন সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্দেশে জেলা ছাত্রলীগ’র পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করছি।

তিনি আরও বলেন করোনা ভাইরাস যখন থেকে বাংলাদেশে আক্রমণ করেছে তখন থেকে মানুষের পাশে থেকেছি। ত্রাণ সহযোগীতা সহ সবজি বিতরণ, মাস্ক, হ্যান্ড সেনিটাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় শতাধিক বৃক্ষরোপণ ও করেছি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি দুলাল মাহমুদ, সদর উপজেলা সভাপতি জুলকারনাইন সোহাগ, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ সহ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পুলিশের নিজ উদ্যোগে অটোরিকশা, ভ্যান চালক, মোটর সাইকেল, আরোহীদের মধ্যে তিন’শ মাক্স বিতরণ করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর সদরের বিভিন্ন স্থানে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহদারা মাস্ক বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি বলেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের কে শত ভাগ মাস্ক পরিধান করতে হবে।

মেহেরপুর জেলাবাসী যেনো ভালো থাকে সুস্থ থাকে তারই জন্য প্রথম থেকেই জেলা পুলিশ জনসাধারণকে সতর্ক করে আসছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করণের লক্ষে মাস্ক বিতরণ করছি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল হোসেন, আব্দুল্লাহ, জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জনের করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১টি গাংনী, ২ টি সদর, ১ টি মুজিবনগর। নতুন আক্রান্তরা হলেন-মেহেরপুর শহরের ফৌজদারি পাড়ার সুজন, স্টেডিয়াম পাড়া তৌহিদুল, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আন্জুয়ারা এবং গাংনী উপজেলা

বিআরডিবি স্টাফ আশরাফুল আলম।

এ নিয়ে জেলায় ১১২ (সদর- ৫৮, গাংনী -৪৩, মুজিবনগর -১১) জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৬৫ জন সুস্থ হয়েছেন, ৬ জন মারা গেছেন। ১০ জনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ সোমবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ২০ টি (কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ) রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৫টি পজিটিভ, ১টি ফলোয়াপ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ২১০৭টি।

গাংনীর ষোলটাকা ইউনিয়নে মানবিক সহায়তার চাল বিতরণে অনিয়ম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউপির মানবিক সহায়তার চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওজনে কম পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয়রা। জনপ্রতি ১৫ কেজি চাল দেয়ার নিয়ম থাকলেও দেয়া হয়েছে ১২ কেজি। সুষ্ঠুভাবে চাল বিতরণের নিমিত্তে একজন ট্যাগ অফিসার নিয়োগ দেয়া হলেও তিনি ঠুঁটো জগন্নাথের ভুমিকায়। এব্যাপারে উপজেলা প্রশাসন থেকেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস সুত্রে জানা গেছে, ষোলটাকা ইউপির দুই হাজার ১৫৬ জন দুস্থকে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষে চাল বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রতি জনকে ১৫ কেজি করে চাল প্রদানের জন্য সরকারী আদেশ রয়েছে। নিয়োগ দেয়া হয়েছে একজন ট্যাগ অফিসার। নিয়মানুযায়ি চাল উত্তোলনের পরপরই ট্যাগ অফিসারের সম্মুখে সুবিধাভোগী ব্যক্তিকে চাল প্রদান করবেন এবং সঠিকভাবে ওজন দেখে বিতরণ করবেন। চাল ওজনে কম দেয়ার কোন সুযোগ নেই। অথচ ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদে পাওয়া গেছে উল্টো চিত্র। জন প্রতি দু থেকে তিন কেজি করে চাল কম দেয়া হয়েছে।

রুয়েরকান্দি গ্রামের ভ্যান চালক দিলাল উদ্দীন জানান, ওজন পরিমাপক যন্ত্র নেই। একটা বালতিতে করে চৌকিদাররা চাল দিচ্ছে। কারো ১২ কেজি দিচ্ছে কারো দিচ্ছে ১৩ কেজি। অথচ চাল পাওয়ার কথা ১৫ কেজি। ট্যাগ অফিসার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের অ্যাকাডেমিক সুপার ভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাছুম বসে আছেন নীরবে। চাল কম দেয়ার বিষয়টি ভুক্তভোগিরা জানালেও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। একই কথা জানালেন একই গ্রামের আলেহীম ও যুগিরগোফা গ্রামের জাহাঙ্গীর।

ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান জানান, তিনি অসুস্থ থাকায় ইউপি মেম্বর আব্দুল লতিফকে চাল উত্তোলনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনিই গত ৩ জুলাই চাল উত্তোলন করেন ও ১২ জুলাই চাল বিতরণ শুরু হয়। উপজেলা খাদ্য গুদাম থেকে চাল ওজনে কম দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। চাল উত্তোলনের ৯দিন পর বিতরণ করা হচ্ছে কেন ? এ প্রশ্নের জবাব মেলেনি। ওজনে কম দেয়ার বিষয়টি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন চাল বিতরণের সময় এটি ধরা পড়েছে তাই জানানো হয়নি।

ট্যাগ অফিসার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের অ্যাকাডেমিক সুপার ভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাছুম জানান, তিনি চাল বিতরণ দেখছেন। ওজনে কম দেয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, কিছুটা কম হচ্ছে এবং তার কিছুই করার নেই বলে অপারগতা প্রকাশ করলেন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, উপকারভোগীদের মাঝে একটি বালতিতে করে অনুমান নির্ভর চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ওজনে সঠিক দেওয়া হচ্ছে কিনা যাচাই করতে সেখানে কোন মাপকযন্ত্র পাওয়া যায়নি। তাছাড়া জনগনের অভিযোগ থাকার পরেও সমাধান না করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে কেন? এ বিষয়ে ট্যাগ অফিসার সেখানে কি দায়িত্ব পালন করছেন ? এ বিষয়ে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী জানান, চাল গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যানকে ডিও দেওয়া হয়েছে। তিনি চাল বুঝে নিবেন এবং তালিকাভুক্ত উপকারভোগীদের সঠিক ভাবে বুঝে দিবেন এতে অজুহাত চলে না।

গাংনী উপজেলা খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসিএলএসডি) মতিয়ার রহমান জানান, চাল গুদাম থেকে ছাড় দেয়ার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি বুঝে নিয়েছেন। ৯ দিন পরে চাল কম দেয়া হয়েছে মর্মে অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। তিনি আরো

জানান, আরো কয়েকটি ইউপিতে চাল ছাড় দেয়া হয়েছে সেখানে কোন অভিযোগ আসেনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, তিনি কোন লিখিত অভিযোগ পান নি । তবে বিষয়টি শুনেছেন। স্থানীয়দের বেশ কয়েকজন মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন তবে বিষয়টি ছোট খাটো হবে ভেবে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এখন দেখা যাচ্ছে বিষয়টি অনেকদুর গড়িয়েছে।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগের মাস্ক বিতরণ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দেওয়া মাস্ক সাধারন জনগনের মাঝে বিতরন করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগ।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক শেখ সাকিব এর নেতৃত্বে এ সকল মাস্ক বিতরন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন, বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক হাসিব রাইহান, সাবেক সভাপতি সোহানুর রহমান সোহাগ, বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগ এর নেতা বুলবুল,রাজু,আবু সাইদ,হালিম প্রমুখ।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়নের বিভন্ন গ্রাম ও বিভিন্ন স্থানে ৩০০ টি মাস্ক বিতরণ করা হয়।

বরাদ্দ ৫’শ হলেও খাবার মিলছে অর্ধেক!

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীকে সেবা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত ডাক্তারসহ সকলকে দেওয়া হচ্ছে নিম্নমানের খাবার।

জনপ্রতি ৫’শ টাকা শুধু খাবারের জন্য বরাদ্দ থাকলেও তিন বেলার খাবারের যে মান তাতে ২৫০ টাকাও হবে না বলে অভিযোগ করেছেন সেবাদানে নিয়োজিত অনেকেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েও তেমন একটা লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।
গত ৩১ মে থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়। তারপর থেকে পর্যায়ক্রমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সসহ ৯৩ জন এই আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে সেবা দেয়া হয়। বর্তমানে হাসপাতালে ৩ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন আছে। তিন শিফটে ২জন করে মোট ৬জন একাটানা ৬দিন করে তাদের সেবা দেন। পরে তাদের চুক্তিবদ্ধ মেহেরপুরের ফিন টাওয়ার নামে একটি আবাসিক হোটেলে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়। সরকারিভাবে তাদের থাকা খাওয়ার খরচ বহন করা হয়। মেহেরপুর ফিন টাওয়ারের সাথে এ বিষয়ে একটি লিখিত চুক্তি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

চলমান করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত হোটেল ভাড়া বাবদ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চুক্তি হয়। কোয়ারেন্টিনে থাকা জনপ্রতি প্রতিদিন ৫’শ টাকা খাবারের জন্য বরাদ্দ। হোটেল থেকে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য ২ কিলোমিটার রাস্তায় পরিবহন ভাড়া মাসে ৩০ হাজার টাকা। বর্তমানে ফিন টাওয়ার ১২জন নার্স কোয়ারেন্টিনে আছে। করোনার প্রাদুর্ভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিম্নমানের খাবার খেয়ে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে তাদের। ইতিমধ্যে করোনা রোগীদের সেবা দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সুমাইয়া খাতুন নামের দুইজন চিকিৎসক ও কামরুন্নেছা নামের একজন সিনিয়র নার্সও আক্রন্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে দুইজন সুস্থ হলেও ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন এখনো চিকিৎসাধীন আছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোয়ারেন্টিনে থাকা কয়েকজন বলেন, সকালে পাতলা ৪টি রুটি ও দুইটি ডিম ভাজি করে তিনটি ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে।